ল. তলস্তই
তিনটি ভালুক

রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ
নীরেন্দ্রনাথ রায়

ল. তলস্তয়
তিনটি ভালুক
চিত্রশিল্পী – ভ. লেবেদেভ
মস্কো
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

ল. তলস্তই
তিনটি ভালুক
চিত্রশিল্পী - ভ. লোবেদেভ
মস্কো
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

একটি খুকুমণি বাড়ী থেকে বেড়াতে গেল বনে। বনের মধ্যে তার পথ হারিয়ে গেল, খুঁজতে লাগল ফেরার পথ কিন্তু পেল না, এসে পড়ল বনের মধ্যে একটা ছোট কুটিরে।

দরজা ছিল খোলা; সে ভিতরে উঁকি দিল, দেখল—কুটিরে কেউ নেই, ঢুকে পড়ল। এই কুটিরে বাস করত তিনটি ভালুক। একটি বুড়ো ভালুক, নাম তার মিখাইল ইভানোভিচ্। তার মস্ত চেহারা, আর গায়ে ঘন লোম। আর একটি ছিল ভালুকী। সে দেখতে মাঝারি, তার নাম নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না। তৃতীয়টি ছিল ছোট ভালুক-বাচ্চা, আর তার নাম মিশুৎকা। ভালুকেরা কেউ বাড়ী ছিল না, তারা বনে বেড়াতে বেরিয়েছিল।

কুটিরটায় ছিল দুটো কামরা: একটা খাবার ঘর, অন্যটা শোবার ঘর। খুকুমণি প্রথমে ঢুকল খাবার ঘরে, দেখল যে, টেবিলের ওপর আছে তিনটি বাটি, তাতে খিচুড়ি। প্রথম বাটিটা, বেশ বড়সড়, মিহাইল ইভানীচ্'এর। দ্বিতীয় বাটিটা, যেটা মাঝারি, সেটা নাস্‌তাসিয়া পেত্রোভ্‌না'র; তৃতীয়টি, নীল রঙের ছোট বাটি, মিশুৎকা'র। প্রত্যেক বাটির পাশে একটা করে চামচ: বড়, মাঝারি ও ছোট।

খুকুমণি সব-চেয়ে বড় চামচ নিয়ে সব-চেয়ে বড় বাটিটা থেকে এক চুমুক খেয়ে দেখল; তারপর মাঝারি চামচ নিয়ে মাঝারি বাটিটা থেকে এক চুমুক খেয়ে দেখল; তারপর ছোট চামচটা নিয়ে নীল রঙের বাটিটা থেকে খেয়ে দেখল; মিশুৎকা'র বাটিটাই তার পছন্দ হোল সব-চেয়ে বেশী।

খুকুমণির ইচ্ছা হোল বসে. দেখল টেবিলের ধারে তিনটি চেয়ার: একটি, বেশ বড়সড় — মিহাইল ইভানীচ্'এর, দ্বিতীয়টি মাঝারি — নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না'র, আর তৃতীয়টি, নীল রঙের গদিমোড়া — মিশুৎকা'র। বড় চেয়ারটায় উঠতে গিয়ে সে গেল পড়ে; তারপর বসল মাঝারিটায়, তেমন আরাম পেল না। তারপর বসল ছোট চেয়ারটায় — হেসে উঠল, — এটা চমৎকার। নীল রঙের ছোট বাটিটা হাঁটুর ওপর রেখে সে খেতে সুরু করল। সবটা খিচুড়ি শেষ করে সে চেয়ারে বসে দুলতে লাগল।

ছোট চেয়ারটা গেল ভেঙে আর খুকুমণি গেল পড়ে মেঝের ওপর। সে উঠে দাঁড়াল, টেনে তুলল ছোট চেয়ারটাকে, ঢুকল গিয়ে অন্য কামরাটায়।
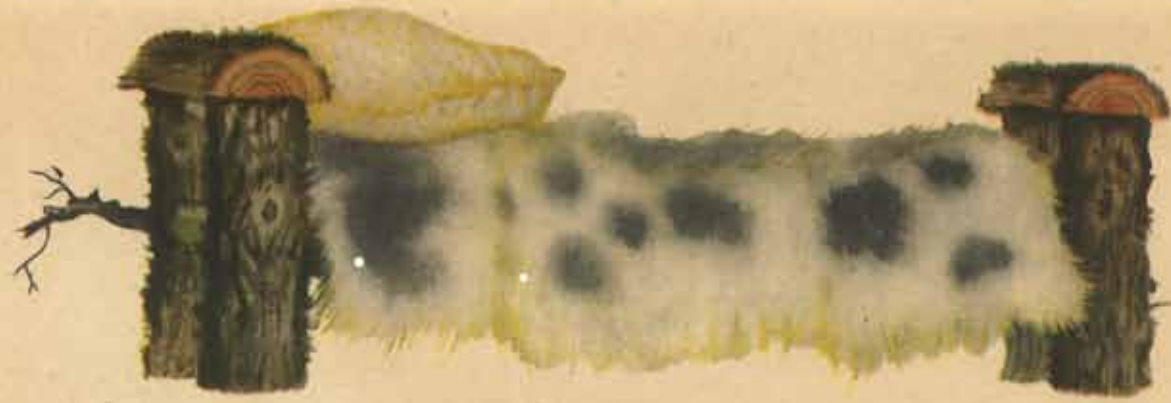
সেথায় ছিল তিনটে বিছানা: একটি বড়সড় — মিহাইল ইভানীচ্'এর, দ্বিতীয়টি, মাঝারি — নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না'র; তৃতীয়টি, ছোট, মিশুৎকা'র। খুকুমণি বড়টায় শুল — বড্ড বড়; মাঝারিটায় শুল, বড্ড উঁচু; ছোটটায় শুল — বিছানাটা মনে হোল ঠিক যেন তারই মাপের; সে তাতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভালুকেরা বাড়ী ফিরল খুব ক্ষুধা নিয়ে, তারা তখনই খেতে চায়। বুড়ো ভালুক তার বাটি নিলে, চেয়ে দেখল ও গর্জন করে উঠল ভীষণ গলায়:

— কে চেখেছে আমার বাটি?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না তার নিজের বাটি দেখে চেঁচিয়ে উঠল তত জোরে নয়:

— কে চেখেছে আমার বাটি?

আর মিশুৎকা তার নিজের খালি বাটি দেখে কুঁকিয়ে উঠল তার মিহি গলায়:

— কে চেখেছে আমার বাটি, একেবারে শেষ করে?
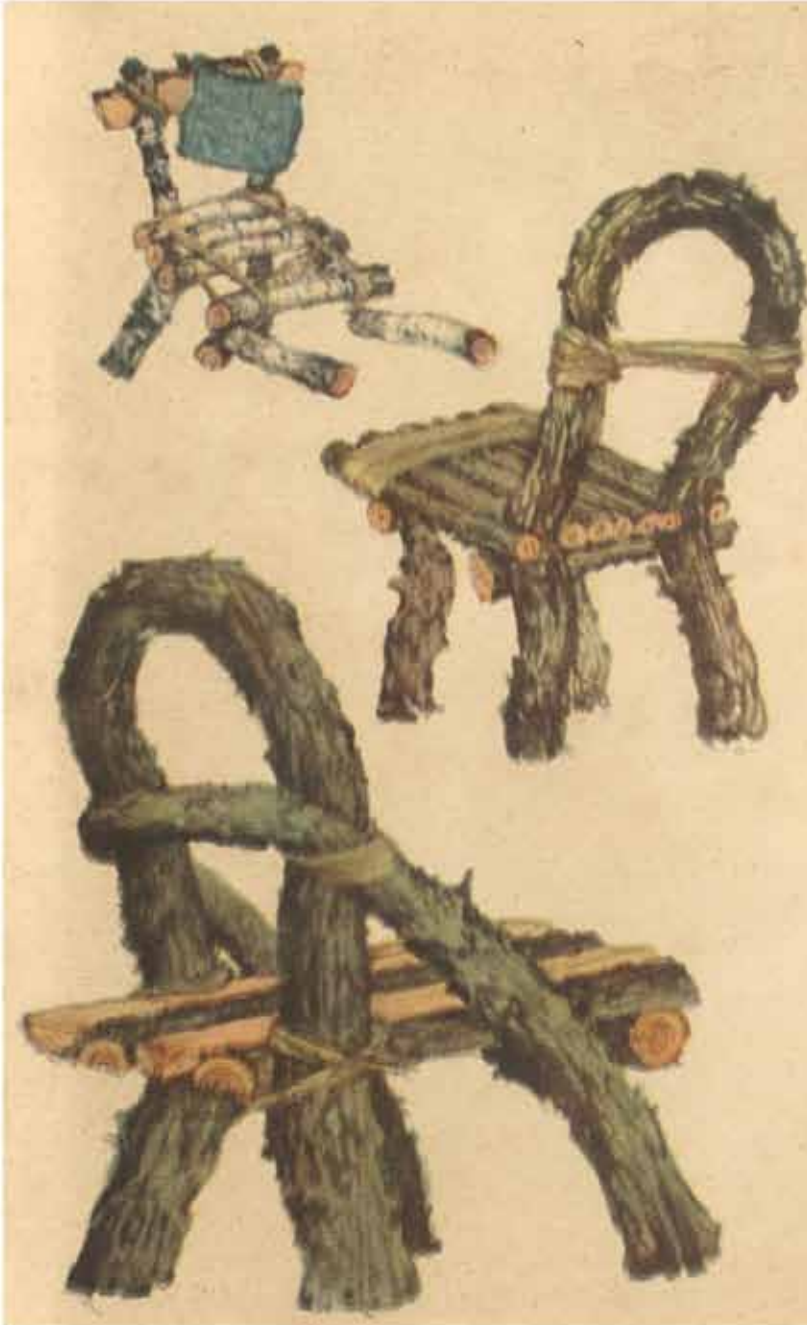
মিহাইল ইভানীচ তার চেয়ারের দিকে তাকিয়ে ভীষণ গলায় গর্জন করে উঠল:

— কে বসেছে আমার চেয়ারে, তাকে নড়িয়েছে জায়গা থেকে?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না তার নিজের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল তত জোরে নয়:

— কে বসেছে আমার চেয়ারে, তাকে নড়িয়েছে জায়গা থেকে?

মিশুৎকা তার নিজের ভাঙা চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে, কুঁকিয়ে উঠল:

— কে বসেছে আমার চেয়ারে, ভেঙে রেখেছে তাকে?

ভালুক তিনটি ঢুকল গিয়ে অন্য কামরায়।

— কে শুয়েছে আমার বিছানায়, তাকে এলোমেলো করেছে? — গর্জন করে উঠল মিহাইল ইভানীচ তার ভীষণ গলায়।

— কে শুয়েছে আমার বিছানায়, তাকে এলোমেলো করেছে? — চেঁচিয়ে উঠল নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না তত জোরে নয়।

আর মিশুৎকা ছোট টুল লাগিয়ে নিজের বিছানায় উঠে, কুঁকিয়ে উঠল তার মিহি গলায়:

— কে শুয়েছে আমার বিছানায়?...

হঠাৎ সে দেখতে পেল খুকুমণিকে, কুঁকিয়ে উঠল এমনভাবে যেন কেউ তাকে চিরে ফেলছে:

— ঐ যে মেয়েটা! ধরো, ধরো! ঐ যে মেয়েটা, ঐ যে মেয়েটা! আই-ইয়া-ই! ধরো!

সে চেয়েছিল মেয়েটাকে কামড়ে দিতে। খুকুমণি চোখ মেলল, দেখল ভালুকদের, ছুটল জানালার দিকে। জানালাটা খোলা ছিল, সে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভালুকেরা তাকে ধরতে পারল না।